পৃথিবীর বৃহত্তম পশু

অরবিন্দ সিংহ

একদিন এক কন্ট্রাক্টরের হয়ে গাছ কাটতে গেছি। সরকারী রোডের ধারে বিশাল বড় বড় গাছ। বয়স হবে ২০০ থেকে ২৫০ বছর। কাটতে গিয়ে কেমন মায়া হচ্ছিল। গোটা চল্লিশেক গাছ কাটা হয়ে গেছে। এক একটা গ্রুপে তিন-চারজন কাজ করছিল। একটা জায়গায় একটা মহানিম আর একটা বটগাছ ছিল, মহানিম কাটা শেষ করে বটগাছ কাটতে যাবো, অমনি বটগাছটা মানুষের মত বলে উঠে, "খবরদার, আর একটাও কোপ মারবিনা মুর্খ মানুষেরা।" সবাই আমরা চমকে উঠলাম। একটা গাছ কি করে মানুষের মত কথা বলছে। এমন সময় কন্ট্রাক্টর মোবাইলে কথা বলতে বলতে আমাদের কাছে এসে বলছে, "কি হলো আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন যে?" অমনি গাছটা বলে, "দাঁড়িয়ে থাকবেনা তো কি করবে? ছ্যাচ্ছর, চোর , মুর্খ, পরভোজী কোথাকার। ঘুষ দিয়ে কাজ করতে শিখেছিস।" লেবার দের সামনে এতো বড় অপমান সইতে না পেরে, মোবাইলটা ফেলে দিয়ে কুড়ালটা নিয়ে গাছটাকে কুপাতে লাগলো। গাছটা তখন তার ব্যথা সয়ে হাঁসতে হাঁসতে বলে, "ওরে মুর্খ, শিকড়হীন কোথাকার। সমস্ত পৃথিবীর শক্তি থেকে সুন্দর পর্যন্ত তো আমরা এই তৃণ থেকে শুরু করে সমস্ত বৃক্ষ শ্রেণীরাই তো প্রদান করে যাচ্ছি। আর আমাদের উপর এতো রাগ কেন? নপুংশক কোথাকার" কন্ট্রাক্টর হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, "কী নপুংশক! আমার তিনটে ছেলে, কি বুঝলি?" গাছটা হে হে করে হাঁসতে হাঁসতে বলে, "সন্তানতো কুকুর বেড়ালেরও আছে। আমাদের সন্তানদের এই মাটির যেখানে পুঁতবি সেকানেই সে বেঁচে উঠবে। কোই তোর একটা সন্তানকে মাটিতে পুঁতে দেখতো কেমন বাঁচতে পারে। তবেই তোদের শ্রেষ্ঠজীব বলে মানব। মাটি খেয়ে যারা বেঁচে থেকে অপরকে বাঁচায় সেইতো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠজীব। বলে কিনা মানুষ শ্রেষ্ঠজীব। মুর্খরাইতো নিজেদের সার্টিফিকেট নিজেরাই ইস্যু করেছে। আর একটা কথা শোন, তোরা যেমন আমাদের বাঘ, সিংহ, হাতি, ভল্লুক প্রভৃতিদের পশু বলে আখ্যা দিয়েছিস, ঠিক তেমনি আমরা গাছেরাও তোদের পশু বলে আখ্যা দিয়ে থাকি। কি মুখটা শুকিয়ে গেল কেন? আরও শুনবি?" এই বলে গাছটা 'কড়্ কড়্' করে কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়লো। আর আমরা উপস্থিত সমস্ত পশুরা ঘিরে ধরলাম।

অরবিন্দ সাহা, কোলকাতা

লেখক প রি চি তি

কবি শ্রী অরবিন্দ সিংহ একাধারে শিল্পী, সুরকার গীতি কবি (অল ইন্ডিয়া রেডিও) এবং একজন নাট্যকার ও একজন ভাল গল্পকার। তার অনুগল্প সাহিত্য জগতে এক নতূন মাত্রা এনে দেয়।